সমকাল

তারিখ ... 03 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

১৭ কলেজে প্রায় সাড়ে চার হাজার আসন শূন্য

■ যশোর অফিস

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়েছে। অথচ শুধু যশোর সদর উপজেলার ১৭টি কলেজে খালি রয়েছে ৪ হাজার ৩০৬টি আসন। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, ভর্তিকৃত ওই শিক্ষার্থী নিয়েই কলেজগুলোকে পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হবে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, যশোর সদর উপজেলার ১৭টি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিভাগে আসন সংখ্যা ৯ হাজার ৪২৩টি। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ছিল ভর্তির শেষ দিন। নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৫ হাজার ১১৭ শিক্ষার্থী। এখনও ওই কলেজগুলোতে শূন্য রয়েছে ৪ হাজার ৩০৬টি আসন।

বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, এবার যশোর বোর্ডে পাসের হার একেবারেই কম। দেশের সব বোর্ডের মধ্যে সর্বনিম্ন ৪৬ দশমিক ৪৫ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে এ বোর্ড থেকে। স্বাভাবিক কারণেই এ বোর্ডের অধীন কলেজগুলোতে কমেছে ভর্তির সংখ্যাও। এ ছাড়া অনলাইনে ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট তুলকালামের প্রভাবও কাজ করেছে কম ভর্তির পেছনে। যশোর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সেলিনা ইয়াসমিন বলেন, এবারই প্রথম একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ভর্তির আবেদন করেছিল। ফলে কলেজ পছন্দের ক্ষেত্রে অনলাইনে ফরম পূরণে ভুল করে ফেলে অনেকেই। নির্ধারিত কলেজে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে অনেক শিক্ষার্থী টিসি নিয়ে নিজ নিজ এলাকার কলেজগুলোতে চলে গেছে। ফলে যশোর সদরের এ কলেজগুলোতে আসন শূন্য রয়ে গেছে।

যশোর সদর

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শেষ

যশোর শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অমল কুমার বিশ্বাস জানিয়েছেন, আসন শূন্য থাকলেও এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। ভর্তিকৃত ওই শিক্ষার্থী নিয়েই কলেজগুলোকে পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হবে। তবে তুলনামূলকভাবে যেসব কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা একেবারেই কম সেসব কলেজকে শোকজসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, যশোর সদরের কলেজগুলোর মধ্যে যশোর সরকারি সিটি কলেজে ৫৮০ আসনে ভর্তি হয়েছে ৫০৫ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৭৫টি আসন। যশোর সরকারি মহিলা কলেজে ৬শ' আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৫২৮ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৭২টি আসন। যশোর আবদুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজে ৯৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৬৮৪ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ২৬৬টি আসন। হামিদপুর আলহেরা ডিগ্রি কলেজে ৭৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৫৭২ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ১৭৮টি আসন। উপশহর মহিলা কলেজে ৭৮০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ২৭৩ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৫০৭টি আসন। উপশহর ডিগ্রি কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১৩৫ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৩১৫টি আসন। তালবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬৩ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৩৮৭টি আসন। আমদাবাদ ডিগ্রি কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৩৬ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৩১৪টি আসন। ইছালী মডেল কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৯৫ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৩৫৫টি আসন। ড. রওশন আলী কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৩৮৯টি আসন। যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৮৫ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৬৫টি আসন। দাউদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ২২৫ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ২২৫টি আসন। রূপদিয়া শহীদ স্মৃতি কলেজে ৫৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৩৫৬ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ১৯৪টি আসন। রুদ্রপুর মুক্তিযোদ্ধা মহাবিদ্যালয়ে ৪৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ১৫৬ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ২৯৪টি আসন। কাজী নজরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজে ৭৫০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৪৭৯ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ২৭১টি আসন। যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ৭৭০ আসনের বিপরীতে ভর্তি হয়েছে ৬৮৫ জন শিক্ষার্থী। খালি রয়েছে ৮৫টি আসন।